প্রথম আলো

আমরা

একমাত্রার এগিয়ে চলা

এ এস এম রিয়াদ | আপডেট: ০০:০১, এপ্রিল ০৯, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

একদল তরুণের হাত ধরে একমাত্রা নামের যে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটি এখন রীতিমতো একাডেমি। পথে পথে অনাদর-অবহেলায় বেড়ে ওঠা শিশুটি পরম মমতায় আশ্রয় নিয়েছে 'আনন্দ শিশু নিকেতনে'। একমাত্রার সাম্প্রতিক কার্যক্রম দেখে এসে লিখেছেন এ এস এম রিয়াদ

মিরপুর রূপনগরের ইস্টার্ন হাউজিংয়ের ৩৯ নম্বর বাড়ি। এ বাড়িতে আশ্রয় মিলেছে ৪০ জন শিশুর। তাদের কেউ খেলছে, ছবি আঁকছে, কাগজের নৌকা বানিয়ে ছুড়ে মারছে, আবার কারও কারও গলায়

গান। হিরোকি ওয়াতানাবে বলেন, ‘এখানে আছে ৪০টি প্রজাপতি। কেবল ডানা মেলবার অপেক্ষা।’ কিন্তু এ ৩৯ নম্বর বাড়ির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা সুমন রূপকথার মতো নয় বরং পাইলট হয়েই একদিন পাড়ি দিতে চায় সত্যিকারের আকাশে। সে জন্য কলেজে ভর্তির সময় বেছে নিয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ। সুমনের মতো মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থী সাকিবের ইচ্ছা সাংবাদিকতায় পড়ার। প্রতিদিন নিয়ম করে সংবাদপত্র পড়া, টেলিভিশনের খবর শোনা তাই চলছে। অনেকেই শেল্টার হোম বললেও এ শব্দটিতে দারুণ আপত্তি তাদের। ওরা বলে, ‘আমরা থাকি আনন্দ শিশু নিকেতনে।’

তবে সুমন কিংবা সাকিবের জীবনের গতিপথ এমন না-ও হতে পারত। সুমন বলে, ‘যদি হিরোকি ভাইয়ের সঙ্গে আমার মায়ের দেখা না হতো, যদি খোলা আকাশের নিচে শুভ ভাইদের ক্লাসগুলোতে না যেতাম, তবে হয়তো এসব সুযোগ হতো না’। সাকিব আর সুমন প্রায় ১০ বছর ধরে আছে একমাত্রার এই হোমে।

যাত্রা হলো শুরু

শুরুটা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে। শুভাশীষ রায়, নাজমুল হুদা, নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস, সুলগ্না রেমা, আজরিন কামালসহ কয়েকজন উদ্যমী তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অন্যদের মতোই তাঁদেরও একটা দল তৈরি হয়। তবে তাঁদের দলটি একদম আলাদা। তাঁরা সবাই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশের কল্যাণে নিজেদের নিয়োগ করতে চান। বিশেষ করে শিশুদের নিয়েই তাঁদের যত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। এ উৎকণ্ঠা থেকে পরিকল্পনায় পৌঁছাতে খুব একটা সময় লাগে না তাঁদের।

নাজমুল হুদা বলেন, ‘একটা সম্মিলিত উপলব্ধি থেকে আমাদের যাত্রা। মনে হয়েছিল, পথে থাকা ও বিপদগ্রস্ত শিশুদের বিকশিত-ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এই উপলব্ধিকে আন্দোলনে রূপান্তর করতে গড়ে তুলি একমাত্রা সোসাইটি।’ এরপর প্রায় এক যুগ ধরে পিছিয়ে পড়া শিশুদের এগিয়ে যাওয়ার প্ল্যাটফর্ম নির্মাণে কাজ করছে একমাত্রা।’

পরবর্তী সময়ে এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয় আবদুস সালাম, আশফাকুল আশেকীনসহ আরও বেশ কিছু নাম।

হিরোকি যেভাবে যোগ দিলেন

২০০২-এর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষার চার বছর মেয়াদি বাংলা ভাষা কোর্সে ভর্তি হলেন জাপানি নাগরিক হিরোকি ওয়াতানাবে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তখনকার শিক্ষার্থী শুভাশীষ, নিলয়েরা সে ইনস্টিটিউটে শিখছিলেন জাপানি ভাষা। এভাবে ভাষা শিখতে এসেই শুভাশীষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁর।

থাইল্যান্ডে থাকার সময় অমানবিক শিশুশ্রমের একটি দৃশ্য দেখে হিরোকিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর যেকোনো একটির শিশুদের জন্য কিছু করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিনিয়ত পথশিশুদের করুণ মুখ দেখে শুভাশীষ, নিলয় রঞ্জনেরাও তো সে পথেই এগোচ্ছিলেন। এভাবেই তাঁদের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন আরেক ভুবনের আরেক বাসিন্দা হিরোকি ওয়াতানাবে। এভাবেই স্মৃতিরোমন্থন করছিলেন শুভাশীষ, পাশে বসা বন্ধু হিরোকি। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে তিনি আছেন একমাত্রার সঙ্গেই। কথা বলেন স্পষ্ট বাংলায়।

হিরোকি বলেন, ‘সত্যি বলতে বাংলাদেশ আসার আগে এ দেশ নিয়ে তেমন কোনো ধারণা ছিল না, কেবল জানতাম এটা অনেক গরিব দেশ। কিন্তু আসার এক মাসের মধ্যেই ধারণা পাল্টে যায়।’ তিনি বলেন, ‘বুঝতে পারি এ দেশ এক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধিকারী। তাই এখন নিজেকে একজন বাংলাদেশি ভাবতে এবং বাংলাদেশিদের সঙ্গে কাজ করতে খুব গর্ব হয়।’ মূলত এখানকার মানুষের সঙ্গে মেশা ও শিশুদের হৃৎস্পন্দন বোঝার জন্যই তাঁর বাংলা ভাষা শেখা বলেও জানান হিরোকি। পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন স্ত্রী মায়ে ওয়াতানাবে। এই জাপানি দম্পতির গল্প উঠে এসেছিল বছর চারেক আগে ছুটির দিনের (২০১২ সালের ৯ জুন) পাতায়।

উদ্যোক্তা শুভাশীষ রায় বলেন, ‘শৈশব মানেই হইহুল্লোড়, মাঝদুপুরে ভেলা ভাসানো, ঘুড়ির নাটাই নিয়ে ইচ্ছামতো দৌড়ানো, কিন্তু যাদের শৈশব হারিয়ে গেছে পথে পথে তাদের নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।’

সে জন্য ‘খণ্ডিত সাপোর্টের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে একটা দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে একমাত্রা’।

খোলা আকাশের নিচে স্কুল

মিরপুরে একমাত্রা অফিসে যাওয়ার অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেলেও হিরোকির দেখা মিলছিল না। মেহেদি নামের একজন কর্মী জানান, ভাইকে পাওয়া যাবে স্কুলে। আমরা যাত্রা করি স্কুলের সন্ধানে। মিরপুর বাজারের পাশেই খোলা আকাশের সেই স্কুলে গিয়ে দেখা যায় শিশুদের সঙ্গে বাস্কেটবল খেলতে ব্যস্ত হিরোকি। খেলা শেষে শুরু হয় নৈতিকতার পাঠ। এরপর গানের আসর। কিছুদিন পরেই স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাই প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরেই। তাঁর সহযোগিতায় আছেন স্কুলের দুই শিক্ষক দিপু আর মেহেদি। তবে সব সংগীতের আগে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। কেবল গাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গানের প্রতিটি লাইনের মানেও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শিক্ষকেরা।

কথা হলো স্কুলের ছাত্র মমিনের সঙ্গে। সে বলে, এভাবে খেলতে-খেলতে পড়তে ভালোই লাগে। এই শিশুদের সবাই এ বাজারেই কোনো না-কোনো শ্রমের সঙ্গে জড়িত। তবে বিকেল হলেই ওরা চলে আসে ক্লাসে। প্রথমে মালিকেরা আসতে দিত না। কিন্তু হিরোকি তাঁদের সবার সঙ্গে কথা বলে রাজি করিয়েছেন। বর্তমানে একমাত্রার এমন খোলা স্কুল আছে তিনটি। রাজধানীর যে অংশগুলোতে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে জড়িত, সেখানেই খোলা হয় স্কুল। মজার এ স্কুলে প্রাথমিক পাঠ নেওয়া শেষে অনেকেই ভর্তি হয় মূলধারার স্কুলে। একমাত্রা দায়িত্ব নেয় তার শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার।

আনন্দ শিশু নিকেতন

শুরুতে মাত্র ছয়জন ছিন্নমূল পথশিশুকে নিয়ে মিরপুর-১ এ শুরু হয় এই আনন্দ শিশু নিকেতনের। ২০০৬ সালে আশ্রয়ণ চলে আসে বর্তমান ইস্টার্ন হাউজিং এলাকায়। এখানে বিভিন্ন বয়সী শিশুর সংখ্যা মোট ৪০ জন। শিশু নিকেতনে ঢুকতেই চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি। একজনকে জিজ্ঞেস করতেই বলে দিল ‘উনি নোবেল জয়ী বাঙালি, আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা।’

উত্তর দেওয়া ছেলেটি একমাত্রা পরিবারের নতুন সদস্য রিপন। বয়স এখনো ১০ পার হয়নি। কথা হয় রিপনের সঙ্গে। রিপন জানায়, তার দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। বাবা কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। মা-বাবার ছাড়াছাড়ি

হওয়ার পর বাবা আরেকটি বিয়ে করে সৎমাকে নিয়ে আসেন ঘরে। বাবা নিয়মিত নেশা করতেন আর রিপনকে খুব মারধর করতেন। সহ্য করতে না পেরে অভিমানী রিপন একদিন ট্রেনে করে চলে আসে ঢাকায়। স্থান হয় কমলাপুর স্টেশনে। সেখানে সে ভিক্ষা করত, মানুষের কাছে চেয়ে খেত এমনকি কখনো-সখনো চুরিও করত বাধ্য হয়ে। সেই সঙ্গে আবার ধরা পড়ে মারও খেত। এভাবে তার সঙ্গে দেখা হয় একমাত্রার বন্ধু মিফতার সঙ্গে। পরে একমাত্রার রেসকিউ টিম ওকে আনন্দ নিকেতনে নিয়ে আসে।

রিপনের মতো এ নিকেতনের রাজীব, টিপু, দিপু, নয়ন, নাসরীন, রবিন, উজ্জ্বলসহ অন্যদের জীবনেরও একটা করে গল্প আছে।

স্কুল যাবে শিশুর বাড়ি

একমাত্রা গত ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু করেছে তাদের ভ্রাম্যমাণ স্কুল কার্যক্রম। এ জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ধরনের ভ্যানগাড়ি। যার নাম

‘ আমার ইসকুল’। শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ নিয়ে এ ভ্যান ঘুরবে শিশুদের কাছে। অনেকটা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির আদলে তৈরি এই ভ্যানগুলোর ভেতর থাকবে শিশুদের পছন্দের নানা প্রকার খেলনা আর শিক্ষা উপকরণ। এখানেই হবে শিশুর বর্ণশিক্ষা।

একমাত্রা এখন একাডেমি

সম্প্রতি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে তৈরি হয়েছে অনন্য এক শিশুস্বর্গ। একমাত্রা-ডাচবাংলা ব্যাংক একাডেমি নামের এই প্রতিষ্ঠান হবে শিশুদের এক জগৎ। মার্চ থেকে ১২৮ জন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদগ্রস্ত শিশুকে নিয়ে শুরু হয়েছে এর আংশিক কার্যক্রম। শুভাশীষ বলেন, ‘একাডেমিতে বিপদগ্রস্ত আবাসনহীন ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশুদের বিকাশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকছে। ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ একাডেমি করার মতো বড় জায়গা পাওয়া কঠিন।’

হিরোকি ওয়াতানাবেকে নিয়ে

কানা কোবাইয়াশি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই হিরোকি ওয়াতানাবে পথশিশুদের নানাভাবে সাহায্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে বাংলাদেশি বন্ধুদের সঙ্গে তৈরি করেছেন একমাত্রা স্কুল। তিনি বাংলাদেশে বহুদিন ধরে আছেন। সব সময় শিশুদের ভবিষ্যৎ আরও ভালো করার চেষ্টা করেন। আমি গত বছরে আমার বান্ধবীদের সঙ্গে হিরোকিদের স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ছোট বাচ্চাও আছে। ওরা আমাকে দেখামাত্র জাপানি ভাষায় অভিবাদন জানিয়েছে। বলেছে, 'কোন্নিচিওয়া।' আমরা প্রথমে এই স্কুলের ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে কাগজ দিয়ে নানা জিনিস বানিয়েছি (জাপানের অরিগ্যামি)। কীভাবে বানাতে হয় তা ওদের শিখিয়েছি। ওরা মন দিয়ে শিখেছিল। শেষ করার পর বাচ্চারা অনেক খুশি হয়েছিল। স্কুলের ছেলেরা বেশির ভাগই ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চায়। মেয়েরা 'শিল্পী', 'নায়িকা' এসব নানা কিছু হতে চায়। হিরোকির স্ত্রী মায়ে ওয়াতানাবেও এই স্কুলের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন। হিরোকি ওয়াতানাবে আর তাঁর বন্ধুদের কাজ দেখে আমিও খুব উৎসাহিত হয়েছি। আমিও তাঁদের মতো ভালো কাজ করতে চাই।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানি শিক্ষার্থী